প্রথম আলো

তারিখ …… [illegible]/১/১০
পৃষ্ঠা … ১ … কলাম …… ১ ……

৫০ লাখ বই ছাপাই হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোন স্তরে কত বই, কী অবস্থা: এনসিটিবির হিসাবে প্রাথমিক স্তরে কিন্ডারগার্টেনগুলোর জন্য ২৭ লাখ বইয়ের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে গত বছরের ছাপা সাত লাখ ১০ হাজার ৯৩০টি বই গুদামে আছে। এসব বইয়ে কোনো সংশোধনী নেই। এগুলো ছাড়াও প্রাথমিকে ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৮০০ বইয়ের চাহিদা নিরূপণ করেছে এনসিটিবি।

এদিকে প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বই ছাপার জন্য এনসিটিবি প্রকাশকদের প্রস্তাব দিলেও বিষয়টি ঝুলে আছে। নিয়ম অনুযায়ী এনসিটিবি এসব বইয়ের সংখ্যা ও মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। প্রকাশকেরা বইগুলো ছেপে বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু প্রস্তাব দেওয়ার পর এ বিষয়ে আর অগ্রগতি নেই।

মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং একাডেমিক স্বীকৃতি না পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তিন লাখ ৮৩ হাজার কপি বই ছাপার প্রয়োজন বলে এনসিটিবি ধারণা করছে। কিন্তু এসব বই ছাপার কোনো উদ্যোগ গতকাল পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। একইভাবে মাধ্যমিকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের চাহিদা প্রায় তিন লাখ হলেও এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেই। তবে এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, গত বছর ছাপা হওয়া এক লাখ ৪১ হাজার ৬৪৮টি বই গুদামে আছে। এ ছাড়া আরও এক লাখ ৫৫ হাজার বই ছাপার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিনামূল্যের বই বাজারে: বইয়ের চাহিদা থাকায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যের বই কেনাবেচা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর পর্যন্ত সরকার প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যের বই দেওয়ার পাশাপাশি মূল্যের বই ছেপে বিক্রি করত। এ ছাড়া মাধ্যমিকে সবাই বই কিনে পড়ত। কিন্তু এ বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছাপা হয়েছে বিনামূল্যের বই। ফলে টাকা দিয়ে যারা বই কিনত, তারা বিভিন্ন উপায়ে এবং চড়া দামে বই সংগ্রহের চেষ্টা করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বিত্তবানের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। তারা যেভাবেই হোক এবং যত টাকা দিয়ে হোক বিনামূল্যের বই সংগ্রহের চেষ্টা করছে এবং অনেকে সফলও হচ্ছে।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ: বাংলাদেশ প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বলা হয়েছে, দেশে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং এসব প্রতিষ্ঠানে এ দেশের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করে। তারা বিনামূল্যে দূরে থাক, মূল্য দিয়েও বই পাবে না—এটা দুঃখজনক। গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সভায় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দ্রুত বিনামূল্যে বই দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. রেজাউল হক।

প্রাইভেট স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মো. মহসীন মিঞা ও সদস্যসচিব আহম্মদ আলী এক বিবৃতিতে বলেছেন, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইভেট বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৩০ শতাংশ। এসব শিক্ষার্থী বই না পাওয়ায় হতাশা ও হয়রানিমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এডুকেশন সোসাইটি আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিনামূল্যের বই দেওয়ার দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

বইয়ের জন্য কান্না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের সংগঠনের সদস্যভুক্ত ৪৮২টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে।' কিন্ডারগার্টেন এডুকেশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব মইনুদ্দিন কাদের বলেন, তাঁদের সংগঠনের আওতায় ৮৫টি বিদ্যালয় আছে। দুই সংগঠনের নেতারাই জানান, এসব বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী এখনো বই পায়নি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দেবেশ চন্দ্র সরকার বলেন, 'চট্টগ্রামে কিন্ডারগার্টেনের প্রকৃত সংখ্যা আমাদের জানা নেই। তবে মন্ত্রণালয় চাইলে আমরা হিসাব করে কিন্ডারগার্টেনসহ অনিবন্ধিত বিদ্যালয়ের জন্য বইয়ের চাহিদা পাঠাব। বাজারে বই না থাকায় এসব বিদ্যালয় বই পাচ্ছে না।'

ক্রিয়েটিভ ভ্যুয়েলস কেম্ব্রি স্কুলের অধ্যক্ষ আবু তাহের চৌধুরী বলেন, 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে শতভাগ পাস করেছে। শনিবার থেকে ক্লাস শুরুর ঘোষণা দিয়েছি। কিন্তু বই না পাওয়ায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছি।'

রাজশাহীতে পাঠদান শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা: শহরে কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত ১৪টি বিদ্যালয় আছে। নগরের বাইরে এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। উপজেলাগুলোতেও এর শাখা রয়েছে। কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজশাহী শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমেদ বলেন, ১০ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত বই না পাওয়ায় ক্লাস শুরুর ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবছর তাঁরা শিক্ষার্থীদের বইয়ের তালিকা দেন। অভিভাবকেরা বই জোগাড় করেন। এবার বাজারে বই নেই।

নগরের সূর্যকণা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক শাহবাজ উদ্দিন বলেন, বই কোত্থেকে, কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তায় আছেন।

রাজশাহী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাস বলেন, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো প্রতিবছর বাইরে থেকে বই কেনে, এবারও হয়তো পেয়ে যাবে।

কিন্ডারগার্টেনগুলোকে নীতিমালার আওতায় আনার দাবি

বরিশালের মল্লিকা কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক ফাতেমা জোহরা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে বইয়ের জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবর দরখাস্ত করেছি। কীভাবে পাব বা আদৌ পাব কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।'

সমাদ্দার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ইলিয়াস হোসেন বলেন, 'পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে প্রতিবছর আমরা বই কিনে আনি। এবার বই সরবরাহ না করলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে। এ সমস্যা আমার একার নয়, নগরের ৫৫টি কিন্ডারগার্টেনের।'

নগরের বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ ও পরিচালকেরা বলেন, সরকারের উচিত কিন্ডারগার্টেনগুলোকে নির্দিষ্ট একটি নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইদ্রিস বলেন, 'এ বছরও বাজারে বই বিক্রির জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করা যায়।'

সিলেটে বই 'সংগ্রহ' করতে হচ্ছে: সদর উপজেলার খাদিমপাড়ার শিওলীদন কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক আনোয়ার সাদিক জানান, বিনা মূল্যের বই না দেওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বই সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। কিন্ডারগার্টেনগুলোকে যেকোনো উপায়ে বই সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের বিতরণ করতে হচ্ছে। এই 'সংগ্রহের' ব্যাখ্যা দেওয়ার বিষয়টি আনোয়ার সাদিক এড়িয়ে গেলেন। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী ঐন্দ্রিলা নাথ বলে, 'বই পাইছি। স্যাররা দিছইন।'

কিন্ডারগার্টেনের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নগরের দাঁড়িয়াপাড়া এলাকার আনিসুল ইসলাম বলেন, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বই ধার করে আমি আমার মেয়ের জন্য ফটোকপি করেছি।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সিলেট বিভাগের উপপরিচালক মাহবুব এলাহী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'শুনেছি, কিন্ডারগার্টেন ও স্বীকৃতি নেই এমন বিদ্যালয়গুলোকেও বিনা মূল্যে বই দেওয়ার চিন্তাভাবনা সরকারের রয়েছে। এ ছাড়া ইচ্ছে করলে যে কেউ ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করতে পারেন।'

খুলনায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী বই পাচ্ছে না: বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন খুলনা আঞ্চলিক কমিটি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে খুলনা মহানগরে ৩৫টি এবং জেলায় ১০০টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতনের অধ্যক্ষ সারা চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, ইতিমধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তি শেষে পাঠদান শুরু হলেও বোর্ডের বই পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষা কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও কোনো সদুত্তর মেলেনি। শিশু মনোজাগতিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফিয়া খানম বলেন, বোর্ডের বইয়ের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন খুলনা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ওয়াদুদুর রহমান বলেন, খুলনার প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর হাতে বোর্ডের নির্ধারিত বই দেওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছেন। অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা নিজেদের উদ্যোগে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনো কোনো সমাধান মেলেনি।

দোকানে পাওয়া যাচ্ছে বিনা মূল্যের বই: সিলেটের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ, ইংরেজি ও গণিত বই উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। বরিশালের একটি লাইব্রেরিতে গিয়ে ২০১০ সালের দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি বই পাওয়া যায়। দাম হাঁকা হয় ৭০ টাকা। বরিশালের বেশ কয়েকটি দোকানে গোপনে বই বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

[এই প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী, **বরিশাল অফিস** এবং **খুলনা ও সিলেট প্রতিনিধি**]